খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

# সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 42 ❑ 02 Jan., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

## বিএসএফের তৎপরতায় বারংবার গ্রেপ্তার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী

### বাগদা সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশি দম্পতি

প্রতিনিধি : বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে ভারতে এসে ভিন রাজ্যে কাজ করছিল দম্পতি। ফের চোরা পথে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলো ওই বাংলাদেশী দম্পতি। শুক্রবার বিকেলে বাগদা থানার পুলিশ তাদের বাগদার বৈকোলা বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম পারুল বেগম মোহাম্মদ দুলাল শেখ। বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায়। ধৃতরা চোরা পথে ভারতে এসে ভিন রাজ্যে কাজ করছিল। বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এদিন বিকেলে 'বৈকোলা বাজার এলাকায় অপেক্ষা করছিল। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের আটক করে জেরা করে। বাংলাদেশী জানতে পেরে গ্রেফতার করে।

### পুলিশের জালে দুই মহিলা বাংলাদেশী

প্রতিনিধি : আবারো সাফল্য বাগদা থানা পুলিশের। বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আগেই পুলিশের জালে দুই বাংলাদেশি মহিলা।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বাগদা থানার চুয়াটিয়া মাথাভাঙ্গা মোড়ে টহল দেওয়ার সময় দুই মহিলাকে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশ জানতে পারে ধৃত দুই মহিলা আজমিরা খাতুন ও শিরিনা খাতুন বাংলাদেশের সারসা এলাকার বাসিন্দা। পাঁচ মাস আগে বেআইনিভাবে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। মঙ্গলবার রাতে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বাগদা থানা এলাকায় এসেছিল। দুই মহিলাকে বুধবার সকালে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

### পুলিশের জালে শিশুসহ দুই বাংলাদেশি মহিলা

প্রতিনিধি : চোরাপথে ভারতে এসে ফের বাংলাদেশে ফিরে যাবার পথে এক শিশুসহ দুই মহিলা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার দুপুরে গাইঘাটা থানার কাহনকিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ধৃতদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত দুই মহিলা রুনা খাতুন ও হাসিনা বেগম।

জেরায় ধৃতরা জানায়, তাঁরা ৬ মাস আগে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসে। বাংলাদেশের নড়াইল জেলার বাসিন্দা। মুম্বাইতে পরিচারিকার কাজ করতো। বুধবার পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে যা জন্য গাইঘাটা থানা এলাকায় এসেছিল তারা।

ধৃতদের বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয় এবং শিশুকে হোমে পাঠানো হয়েছে।

## বেপরোয়া ট্র্যাকের ধাক্কা, মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার

প্রতিনিধি : পেছন থেকে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল সিভিক ভলেন্টিয়ার এর। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার

আরামডাঙ্গা এলাকায় বনগাঁ বাগদা সড়কে। মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম সৌমিত্র আচার্য (৩২)। বাড়ি বনগাঁ থানার আরামডাঙ্গা এলাকায়। বনগাঁ থানায় কর্মরত। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘাতক ট্রাক টিকে আটক করেছে।

পরিবার ও প্রতিবেশীরা জানিয়েছে, বাজার করে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল সে। পিছন থেকে একটি গাড়ি এসে তাকে ধাক্কা মারে। ওরা তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বনগাঁ বাগদা সড়ক দিয়ে জলের পাইপ বসানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা খোঁড়ার কাজ চলছে। রাস্তাগুলি বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। সংকীর্ণ রাস্তায় ঘটছে দুর্ঘটনা। সংকীর্ণ রাস্তার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

## বাংলাদেশের রাসেলই ভারতের রাহুল; জানতেন না প্রতিবেশীরা

প্রতিনিধি : বাংলাদেশের রাসেলই ভারতের রাহুল জানতো না এলাকার লোকজন। পুলিশের হাতে রাহুল গ্রেপ্তার হতেই তার বাংলাদেশের পরিচয় জানাজানি হল। বাগদা থানার দুর্গাপুর এলাকার ঘটনা। বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ করে ভারতীয়কে নকল বাবা সাজিয়ে জাল আধার, ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগে রাহুল মন্ডলকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বাবা সেজে তাকে সহযোগিতা করার অভিযোগে মাসুদ মন্ডলকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আর এই ঘটনায় অবাক হয়েছেন স্থানীয় অনেকেই। তাদের বক্তব্য, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি রাহুল যে বাংলাদেশের রাসেল, তা তারা এতদিনে জানতে পারেননি।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রাহুলের বাড়ি বাংলাদেশের যশোর জেলার চৌগাছা এলাকায়। মেহবুব হোসেন রাসেল তার বাংলাদেশি নাম। বাবার নাম নুর আলম। রাহুল বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে। সে দুর্গাপুরের মাসুদ মন্ডলের বাড়িতে থেকে ইলেকট্রিকের কাজ করতো। মাস চারেক আগে মাসুদ মন্ডলকে বাবা হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভারতীয় আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড তৈরি করে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ রবিবার রাতে মাসুদের বাড়িতে অভিযান চালায়। নথিপত্র তল্লাশি করে মাসুদ ও রাহুলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। মাসুদের স্ত্রী মোবায়রা মণ্ডল বলেন, আমরা ৩০ বছর হল দুর্গাপুরে এসেছি। দু'বছর আগে রাসেল বাংলাদেশ থেকে আমাদের বাড়িতে আসে। আমার

তৃতীয় পাতায়...

## আহত ষাড়ের সেবায় পাড়ার মানুষজন

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সাহেব বাগান এলাকায় আহত ও অসুস্থ একটি বড় ষাড় ঠাকুরনগর সড়কের ধারে পড়ে ছিল। ষাড়টির একটি চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। আহত ও দুর্বল ষাড়টির এই অবস্থা দেখে পাড়ার কিছু সহৃদয় মানুষজন এগিয়ে আসেন।

পাড়ার বাসিন্দা নিমাই সরকার, উত্তম নাগ, বিবেক প্রমুখ মানুষজন ষাড়টির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় গাইঘাটা ব্লকের পশু চিকিৎসালয়ে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে বনগাঁ থেকে আসেন পশুপ্রেমীগণ। চিকিৎসক ষাড়টির অবস্থা দেখে তৎক্ষনাৎ চিকিৎসা শুরু করেন। পাড়ার মানুষজন নিজেদের পয়সায় ঔষধ ও ইনজেকশান এর ব্যবস্থা করেন। পাড়ার মহিলারা দুর্বল ষাড়টির জন্য ভালো খাবারেরও ব্যবস্থা করেন। পাশের দীঘা গ্রামের জনৈক গোয়ালা অপু ঘোষ নিজ হাতে ষাড়টির সেবা শুশ্রষা শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ ভৌমিক জানান, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী উত্তম লোধ প্রচণ্ড কুয়াশা ও ঠাণ্ডা থেকে ষাড়টিকে রক্ষা করতে মাথার উপর একটি ত্রিপলের ব্যবস্থা করেন। সকলের সেবায় ষাড়টি সুস্থ্য হয়ে উঠছে বলে বিকাশবাবু জানালেন।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
# সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৪২ ❐ ০২ জানুয়ারী, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

## জন বিস্ফোরণের কবলে অধুনা ভারতবর্ষ

আজ অদ্ভুত একটা ছবি চোখের সামনে কদর্যভাবে ফুটে ওঠে। যে যার চেয়ার সামলে রাখার জন্য যত রকম প্রক্রিয়া আছে কাজে লাগাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কথা ভাবার দরকার নেই, আমার অস্তিত্ব টিকে থাক, এটাই বড় কথা। আজ সারা দেশে একটা ঘৃণ্য চক্রের জন্য মানুষের নাভিশ্বাস উঠে চলেছে। এ যেন এমনই 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এই পৃথিবীতে আজ।' জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আমাদের দেশ, ঠিক চীনের পরেই। ১৪০ কোটি সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে একটা আতঙ্কময় বিভীষিকার পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষের সংখ্যা বাড়লে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের ভারসাম্য নষ্ট হয়। অনিবার্যভাবেই খাদ্যাভাব,অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি দেখা দেয়। দারিদ্রের কবলে পড়ে ছটফট করে মানুষ। চাকরির বাজার ভেঙে পড়ে, যাকে বলে মন্দার বাজার। বেকারের সংখ্যা বাড়ে, প্রতিযোগিতার রেষারেষি তীব্র হয়। মূল্যবোধে চিড় ধরে। সামাজিক অপরাধের মাত্রা বাড়ে। একটা আতঙ্কময় জীবন যাত্রা।

যে কোন উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতি ও জনসংখ্যা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। দুজনের সঙ্গে সখ্যতা দারুণ, উৎপাদন ও বন্টন এই দুটোই অর্থনীতির প্রধান বিষয়। এই দুটোই জনসংখ্যাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আজ জনসংখ্যা দুনিয়া জুড়ে মহাসমস্যা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সমস্যা আরও বেশি। উন্নতশীল দেশের সমস্যা সেখানে তুলনায় অনেক কম। ভারতের পরিস্থিতি আরো অগ্নিগর্ভ। বর্তমানে ১৪০ কোটি অতিক্রম করে গেছে বোধহয়! এই হারে জনবৃদ্ধি চলতে থাকলে ভারতের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবে। ভারতের ঐতিহ্য সংস্কৃতির উপর নেমে আসবে অভিশাপ। জনবৃদ্ধি হওয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বায়ুতে অক্সিজেন কমছে আর কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে, অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, নানা রোগে জনজীবন আক্রান্ত হচ্ছে, আর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। আর কালবিলম্ব না করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে প্রয়োজন। নয়া দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবমুখী নয়া অর্থনীতির রূপায়ন। রুপায়ন না করলে দেশকে দাসত্ব স্বীকার করতে হবে অন্যের কাছে।

## অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষণ সংস্থা 'রাডা'র বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান

এম এ হাকিম : অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষণ সংস্থা রুরাল অ্যাথলেটিক্স ডেভেলপমেন্ট একাডেমি'র (রাডা) পক্ষ থেকে গ্রামীণ ক্ষেত্রে খেলাধুলোয় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। রবিবার

সংস্থাটির বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অ্যাথলেটিকে রাজ্য স্তরে যারা পদক বিজয়ী এবং তাঁদের মধ্যে যারা জাতীয় স্তরে উঠে এসেছে তাঁদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অ্যাথলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (এসিএবি) কনভেনর এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রাক্তন কৃতী অ্যাথলেটিক ইসমাইল সরদার, জাতীয় স্তরে প্রাক্তন পদক জয়ী অ্যাথলেটিক 'এসিএবি' সদস্য শোভন দত্ত, বাসুদেব ঘোষ এবং অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। 'রাডা'র পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। 'এসিএবি' কনভেনর ইসমাইল সরদার বলেন, গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলোকে উৎসাহিত করতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের একাংশ মোবাইলে আসক্ত হওয়া থেকে বিভিন্ন নেশার সঙ্গে যুক্ত। তাদেরকে খেলাধুলোর মধ্যে রাখতে পারলে এসব খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে। তাদের শরীর এবং চারিত্রিক ভিত মজবুত হবে, তাদের মানসিক বিকাশ হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে এরাই দেশের কল্যাণে ব্রতী হতে পারবে। এদিনের কর্মসূচিতে দৌড়, আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষণ সংস্থা 'রাডা'র মুখ্য কোচ অভিজিৎ বিশ্বাস।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের ) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

ভ্রমণ ঃ

# সূর্যোদয় ভূমি অরুণাচল

অজয় মজুমদার

সম্পর্কিত জাতিগত গোষ্ঠী -- তিব্বতি, শেরডুকপেন, শার্চপস, মোম্বা, লিম্বু । ভিন্নতার কারনে মনপাকে ছয়টি উপগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে।

* তাওয়াং মনপা।
** দিরাং মনপা ।
*** ভুত মনপা।
**** কালাকাটাং মনপা।
***** পাঁচেন মনপা।

মনপা উত্তরপূর্ব ভারতের একমাত্র যাযাবর উপজাতি বলে মনে করা হয়। তারা ভেড়া,গরু, ইয়াক, ছাগল এবং ঘোড়ার মত প্রাণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

সংস্কৃতি-- মনপা কাঠ খোঁদাই, পেইন্টিং,কার্পেট তৈরি এবং বুননের জন্য পরিচিত। তারা স্থানীয় সুকসো গাছের মজ্জা থেকে কাগজ তৈরি করে। তাওয়াং মঠে একটি ছাপাখানা পাওয়া গিয়েছিল'। সেখানে স্থানীয় কাগজ এবং কাঠের মণ্ডে অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এটি করা হয় সাধারণ শিক্ষিত মনপা লামাদের জন্য।

ধর্ম : - মানপারা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মের গেলুগ সম্প্রদায়ের অনুসারী। তারা ১৭ শতকে ভুটানি শিক্ষিত মেরাগ লামার প্রভাবের ফলে এই ধর্মগ্রহণ করেছিল'। এর প্রভাবে. সাক্ষ্য ছিল মনপা লোকেদের দৈনন্দিন জীবনে তাওয়াং মঠের কেন্দ্রীয় ভূমি। বৌদ্ধ লামারা চোস্করের সময় অনেকদিন গোম্পাসে ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ করেন। এর পর গ্রামবাসীরা পিঠে শাস্ত্র নিয়ে চাষের মাঠে ঘুরে বেড়ায়।

২৩ শে অক্টোবর ২০২৪ আমরা দিরাং থেকে তাওয়াং রওনা হলাম। ১৪৬ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা ও

আসার সময় দেখলাম ১. সেলা পাস, ২. প্যারাডাইস লেক, ৩. যশোবন্ত আর্মি মেমোরিয়াল, ৪. বৈশাখী আর্মি ক্যান্টিন, ৫. ছোট বড় বেশ কিছু ফলস বা ঝরণা, ৬. জংফল বা নূরানাং ফলস,কিল্লোস্কর পাওয়ার প্রজেক্ট।

সেলাপাস - সেলা গিরিপথ অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং ও পশ্চিম কামেংয়ে সাগরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত । স্থানীয় মানুষের মতে সেলা নামটি এসেছে সে-লা-র থেকে, লা মানে গিরিপথ ও সেলা গিরিপথ হল তাওয়াং জেলার ভিতর আটক স্থানে থাকা রাস্তা। তাওয়াং শহর থেকে ৭৮ কিলোমিটার উত্তরে গেলে এই স্থানটি পাওয়া যায়। শীতকালে তাপমাত্রা -১০ ডিগ্রি (মাইনাস)থেকে নিম্নগামী হয়। বছরের বারো মাস সেলাপাসটি বরফাবৃত হয়ে থাকে। এখানে থাকা সেলা সরোবরটির সৌন্দর্য মানুষকে অবাক করে দেয়। অনেকেই বলেন, এটি ঈশ্বরের দান বা স্বর্গীয় সরোবর। এই পথটি বছরের বারোমাসই খোলা থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের মানুষেরা বিশ্বাস করেন যে, সেলা গিরিপথের আশেপাশে প্রায় ১০১ টা ছোট বড় সরোবর আছে। এটি ১৩ নাম্বার ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর পড়ে। পাসটি আশ্চর্যজনক প্যানেরামিক দৃশ্য এবং সুন্দর লেকের জন্য বিখ্যাত।

স্থানীয় লোককাহিনীর মতে, সেলা

চলবে...

উপন্যাস

# বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

দিদির কথামতো আমি আর বাইরে না গিয়ে বাড়ির সামনের বাগানটা, এসে দাঁড়ালাম। এখনকার ভাষায় কিচেন গার্ডেন। ফুল ফল সব রকমই আছে। শীতকালীন ফসল বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলো, সিম। আরও আছে দেশি গোলাপের ঝোপ। লাল আর গোলাপি রঙের মাঝারি আকারের ফুলে ভরে আছে। পূর্বপাড়ায় নদীর ধারে মাঠে বেগুন গাছ লাগিয়েছে জামাইবাবু। বেগুন গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে পালং শাকও দেওয়া আছে। বেগুন,পালং শাক খাওয়াও চলে, হাটেও যায়।

বাগানের মধ্যে আমি নরম রোদে দাঁড়িয়েছি, রোদের কিরণ তুঁত গাছের মধ্যে দিয়ে আসলেও, গায়ে যতটুকু লাগছে সেটাই খুব আরামদায়ক। আমি ওখান থেকে গনি চাচাকে ডাকলাম— "রোদ্দুরে আসুন।"

গনি চাচা কি চিন্তা করছিল। একটু হক চকিয়ে গিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, " না রে বাপ, আমি আর এখন যাব না। একটা ব্যাপারে আমি খুব ব্যাগ্র আছি। মাস্টারমশাই আসলে কাজ মিটিয়েই ফিরে যেতে হবে বাড়ি।"

কথা না বাড়িয়ে আমি আমার মতো ওখানে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মন খেলা করতে লাগলো অনেক কিছু নিয়ে। আসলে আমি আর তখন সাধারণ চিন্তায় ছিলাম না। বোর্ডিং হাউসে থাকার সময় যে মানসিক স্থিতি বিকশিত হয়েছিল, সেটা ভালো কি মন্দ জানিনা, তা আমার মনকে চিন্তা করতে শিখিয়েছিল।

এখন এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, শীতকালটা কত সুন্দর। খেয়ে শান্তি, শুয়ে শান্তি, ঘুমিয়ে শান্তি। কিন্তু সেটা না হয় আমাদের কাছে। গনি চাচা! সে তো এই সূর্যের উত্তাপ উপভোগ করতে পারছেন না। যে উত্তাপ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। যে উত্তাপ্ত ফসল ফলায়। হ্যাঁ, ফসল ফলাতে একটা নির্দিষ্ট উত্তাপ লাগে। একটা নির্দিষ্ট উত্তাপে বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। একটা নির্দিষ্ট উত্তাপ পেলে তবেই উদ্ভিদ বাড়তে থাকে। তার একটু ওলট পালট হলে আর ফসল ফলবে না। প্রখর উত্তাপে ফসল শুকিয়ে যাবে। তাইতো সূর্য কিরণ যেমন দরকার তেমনি নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ দরকার বেঁচে থাকার জন্য।

আমাদের এই গ্রহ যে উত্তাপ পায়, তার মতো উষ্ণ কোনও গ্রহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে কিনা জানিনা! এই উত্তাপেই সমুদ্রের জলে এককোষী প্রোক্যারিওটাসে প্রাণের স্পন্দন ফুঁটে উঠেছিল। এই উত্তাপেই এক কোষি অ্যামিবা তৈরি হয়েছে। এই উত্তাপে বহু কোষী প্রাণী তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করেও এরকম একটা পৃথিবী পেল না। এত সুন্দর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বিজ্ঞানীরা বলবেন, "ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন, পরমাণু। আর কোথাও না পেলে আমরা কী করব! আবিষ্কার আর সৃষ্টি আলাদা। পরমাণু আবিষ্কার হয়েছে। মানুষ তা দিয়ে বোমা বানাচ্ছে, আবার কেউ শক্তি উৎপাদন করছে। মানুষ সৃষ্টি করেছে। সেও ভালো আর মন্দ। মানুষ সৃষ্টি করেছে ভালো থাকার কৌশল। আবার মানুষই সৃষ্টি করেছে বিভেদ। তাই আমরাও আছি, তেমনি গণি চাচারাও আছে।

আমরা এই গ্রহের সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে সভ্যতা ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু....। সকলে মিলে তা সমান ভাবে ভোগ করতে পারছি না। সকলে যদি এইভাবে পৃথিবীর ভালো জিনিসগুলোকে ভোগ করতে পারতাম তাহলে আরও কত ভালো হতো এই পৃথিবী!

মাথার মধ্যে এসব খেলা যখন খেলছে, হঠাৎ পাশের দিক থেকে মহিলা কণ্ঠে একটা আওয়াজ ভেসে আসলো, " দাদা, তুই কবে এসেছিস! আমরা তো কেউ জানতে পারিনি।"

পাশের বাড়িটা দেবেন মামাদের। ডান দিকে চেয়েই দেখি দিদিমা খুটোয় গরু বাঁধছে। গোয়াল থেকে বের করেছে সবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, " দিদিমা, ভালো আছো? আমি কালকে সন্ধ্যেবেলায় এসেছি। এবার থেকে এখানে থাকতে হবে। যুদ্ধ বেঁধেছে, বর্ডারের পাশে আমার থাকা নাকি উচিত না। অথচ দেখো, মা কাকিমা সবাই থাকছে।"

চলবে...

# পাচারের আগেই উদ্ধার বিরল প্রজাতির কচ্ছপের দেহাংশ, আটক বাবা ছেলে

প্রতিনিধি : বাংলাদেশে পাচারের আগে কয়েক লক্ষ টাকার কচ্ছপের দেহাংশ উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার দুপুরে সূত্র মারফত খবর পেয়ে বনগাঁ থানার খয়রামারী এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় চারটি বস্তা ভর্তি কচ্ছপের দেহাংশ। নিষিদ্ধ দ্রব্য পাচারের চেষ্টার অভিযোগে বাবা ও ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সুশীল দাস ও রাকেশ দাস নামে বাবা ও ছেলেকে আটক করা হয়েছে। সুশীল দাস এর আগেও বেআইনি পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল। রাকেশ বনগাঁ পৌরসভার অস্থায়ী কর্মী। প্রায় ৪০ কেজি বিরল প্রজাতির বড় বড় কচ্ছপের দেহের অংশ চারটি বস্তায় রাখা ছিল। যার আনুমানিক দাম দু'লক্ষ টাকার বেশি। এগুলি ভিন রাজ্য থেকে আনা হয়েছিল। পরিবারের লোক জানিয়েছে, অভিযুক্ত সুশীল অতীতে মাছের আড়তে কাজ করতো। আজই উত্তর প্রদেশ থেকে এই মালগুলি তাদের বাড়িতে দিয়ে গিয়েছিল। এগুলি বাংলাদেশে পাঠানোর কথা ছিল। ওষুধ তৈরি সহ একাধিক প্রয়োজনে বিদেশের বাজারে এর চাহিদা রয়েছে।

## একুশে উদ্‌যাপন কমিটির স্মরণিকা প্রকাশ, কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রতিনিধি ঃ ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আয়োজিত চাঁদপাড়ার ২১ শে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে স্মরণিকা প্রকাশ করে। এদিন সন্ধ্যায় চাঁদপাড়ার দেবাঙ্গন অনুষ্ঠান গৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি সংস্কৃতি প্রেমী অশোক সাহা। বিশিষ্ট বংশী বাদক ময়ূখ বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী দীপক মিত্র, সুভাষ রায়, সমর মণ্ডল, ময়ূখ মণ্ডল, গীতেশ ঘোষ, গোবিন্দ পাল, অনাথ বন্ধু ঘোষ, বৈদ্যনাথ মণ্ডল, কৃষ্ণ চৌধুরী, প্রবীর বিশ্বাস প্রমুখ। স্বরচিত কবিত পাঠে অংশ নেন বিকু আচার্য, বাচ্চু হালদার, বিধান মণ্ডল, নকুল কৃষ্ণ ঢালী, প্রতিমা দাস, নিত্যানন্দ রায়, দেবব্রত মণ্ডল প্রমুখ।

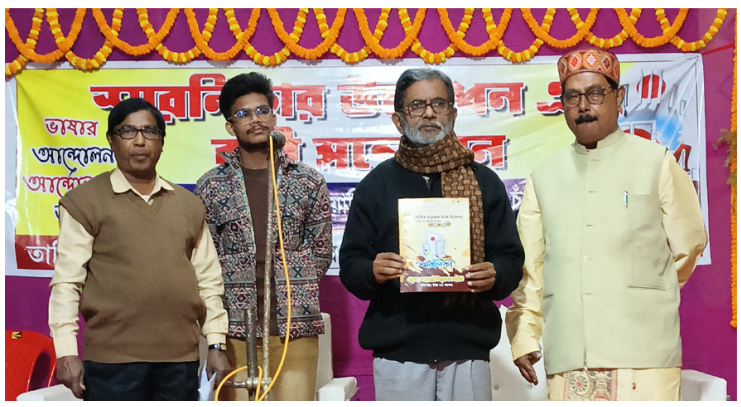

বিশ্বাসের বাঁশির সুরে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে সংগঠনের সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও জননেতা কপিল ঘোষ ভাষা দিবস এবং স্মরণিকা প্রকাশের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন এবং আসন্ন ২১ ফেব্রুয়ারী এবারও মর্যাদা সহকারে ভাষা দিবস উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনার কথা জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামানিক আনুষ্ঠানিক ভাবে স্মরণিকাটি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বক্তব্য রাখেন শিক্ষক দীপক মিত্র। সভাপতি অশোকবাবু সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

স্মরণিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সায়িকা মল্লিক ও সায়ক মল্লিক। নৃত্যে পৌলমী সেন ও স্বরলিপি চক্রবর্তী সমবেত দর্শক ও শোতৃমণ্ডলীর মন জয় করে। সবকিছু মিলিয়ে একুশে উদ্‌যাপন কমিটির এদিনের পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

## সৃজন আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৯ ডিসেম্বর গোবরডাঙ্গার পৌর টাউনহলে মঙ্গলদ্বীপ প্রোজ্জ্বলন করে ঠাকুরনগরের সৃজন আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র আয়োজিত দশম বার্ষিক আবৃত্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও আবৃত্তি প্রশিক্ষক অনুপম সেনগুপ্ত ও অঙ্কিতা সিনহা, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী বাসুদেব পাল, ছিলেন স্বনামধন্য বাচিক শিল্পী ও রেডিও সঞ্চালক সমাপন মিশ্র প্রমুখ।

সৃজন আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের কর্ণধার ও শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত বিশিষ্ট বাবুলাল সরকার সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সদস্যরা সকলকে পুস্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। পৌরপিতা শ্রীদত্ত বাচিক শিল্প আবৃত্তির চর্চা ও প্রসারে ঠাকুরনগরের সৃজন আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র তথা প্রশিক্ষক বাবুলাল বাবুর অসামান্য প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

উদ্যোক্তারা এদিন স্বনামখ্যাত শিক্ষক ও সমাজকর্মী বাসুদেব পালকে স্মারক

সম্মানে ভূষিত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সৃজন এর প্রাণপুরুষ স্বনামধন্য বাচিকশিল্পী ও প্রশিক্ষক বাবুলাল সরকারের পরিচালনায় ছোট থেকে বড় শতাধিক প্রশিক্ষনার্থী একক ও সমবেত আবৃত্তিপরিবেশন করেন। এদিনের ১০ম বার্ষিক উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

## নাট্য মিলন গোষ্ঠীর নাট্য মিলনোৎসব-২৪

প্রতিনিধি ঃ শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী ২৪ এবং ২৫ ডিসেম্বর,২০২৪ সম্পন্ন করলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় "নাট্য মিলনোৎসব-২৪"শীর্ষক নাট্য উৎসবের। এই

উৎসবে ছয়টি নাটক পরিবেশিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর,২০২৪ প্রথম নাটক পরিবেশন করে শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী। তাদের প্রযোজনা - "রনভূমি" নাটক পরিবেশন করে সূচনা করেন উৎসবের। নাটকটির রচনা - নির্দেশনায় ছিলেন দিলীপ ঘোষ। দ্বিতীয় নাটক পরিবেশন করে হালিশহর বাংলার সিঞ্চন। তাদের নাটক ছিল "ময়না দ্বীপের ঠিকানা"। নির্দেশনায় ছিলেন যোগরাজ চৌধুরী। তৃতীয় নাটক পরিবেশন করে গোবরডাঙ্গা র খাঁটুরা চিত্তপট। তাদের নাটক "মোহন দাসের মূর্তি" দর্শক মনে দারুণ প্রভাব ফেলে। রচনা -নির্দেশনায় ছিলেন শুভাশিস রায়চৌধুরী।

২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ প্রথম নাটক পরিবেশন করে বিরাটি ব্রাত্য সারথি। তাদের নাটক "পরম্পরা"। রচনা -নির্দেশনায় ছিলেন সৌমেন দাস। ওইদিন দ্বিতীয় নাটক পরিবেশন করে গাইঘাটা বাগনা আলো নাট্য সংস্থা। তাদের নাটক "সাতমার পালোয়ান"। নির্দেশনায় ছিলেন জয়ন্ত চক্রবর্তী। ওইদিনের শেষ অর্থাৎ উৎসবের শেষ নাটক পরিবেশন করে অশোকনগর অর্ক। তাদের নাটক "অজ্ঞাত রাশি"। নির্দেশনায় ছিলেন অংশুপ্রভ চ্যাটার্জী। এরপর সংস্থার কর্ণধার দিলীপ ঘোষ উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## বাংলাদেশের রাসেলই ভারতের রাহুল

প্রথমপাতার পর...

স্বামীকে বাবা বলে ডাকতো। স্বামীকে বাবা পরিচয়ে ও মাস তিনেক আগে পরিচয় পত্র তৈরি করে। সোমবার ধৃতদের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তা মঞ্জুর করেন।

এই গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সীমান্তলাগোয়া বনগাঁ মহকুমা জুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সচেতন স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা বিভিন্ন মানুষের নাম ভাঙিয়ে ভোটার আধার কার্ড তৈরি করে বসে আছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই তা চলছে।

## মিলনীর লোক-সংস্কৃতি উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

প্রতিনিধি ঃ গত ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে মছলন্দপুরের মিলনী ক্লাব আয়োজিত ২৮ তম বর্ষের লোক-সংস্কৃতি উৎসব ২০২৪ এর

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সংস্কৃতিপ্রেমী অজিত সাহা। উৎসব অঙ্গনের সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে সংগীত, নৃত্য, নাটক, গীতি আলেখ্য, নৃত্যনাট্য, বাউল সংগীত, ছৌ-নাচ ছাড়াও ছিল মহিলা ঢাকিদের মন জয় করা ঢাক বাদন। ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী রনিতা দাসের নির্দেশনায় মছলন্দপুরের সৃজন কলা কেন্দ্র পরিবেশিত দর্শনীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান এবং শেষ দিনে স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী কুমার শুভজিৎ, উৎপল দে ও বর্ণালী রায় চৌধুরীর কণ্ঠে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃ মন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণের মধ্যে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, অংকন, একক নাটক, মূকাভিনয় ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা।

স্থানীয় ইমন মাইম সেন্টার এর শিল্পীগণ পরিবেশিত গীতি আলেখ্য 'আলিবাবা চল্লিশ চোর' এর অভিনেতাদের মন জয় করা অভিনয় সমবেত দর্শক মন্ডলীকে মুগ্ধ করে। ১৫ ডিসেম্বর ছিল স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। ২২ ডিসেম্বর উৎসবের শেষ দিনে ছিল গুণীজন সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রতিদিন অপরাহ্ন থেকে পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠানে অগণিত মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে।

## মিশন তপোবনে মিলনোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও গত ১ জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে গাইঘাটার ডেওপুল মিশন তপোবনে চড়ুইভাতি ও নানা অনুষ্ঠানে মিলিত হন মিশনের সদস্য ও অনুরাগিগণ। এদিন সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকে কয়েকশো ভক্তগণ মিশন অঙ্গনে এসে উপস্থিত হন। মিশন পরিচালিত বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণও উৎসবে অংশ নেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন সম্পাদক নলিনী রঞ্জন সানা, প্রধান শিক্ষিকা পম্পা রায়, শিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাস, পিন্টু সমাদ্দার প্রমুখ। মিশনের প্রাণপুরুষ সুভাষ মহন্ত সকলকে স্বাগত জানান। অনুরাগীগণ মহন্তজীকে পুস্পস্তবক ও নানা উপহারে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান। মিশনের কর্ণধার সুভাষ মহন্ত তাঁর বক্তব্যে মিশন ও বিদ্যামন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেন।

প্রদীপ প্রজ্জ্বালন ও গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিক্ষার্থীগণ সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য

পরিবেশন করেন। কচি-কাঁচা পড়ুয়াদের পরিবেশনায় রবি ঠাকুরের বীরপুরুষ নৃত্যনাট্য সকলের প্রশংসা লাভ করে। সকলের জন্য ওঁকার ধ্বনি ও মহিলাদের শঙ্খবাদন প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ছোটদের জন্য ছিল মেমরি টেষ্ট প্রতিযোগিতা। চড়ুইভাতি শেষে অপরাহ্নে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে এদিনের মিলন উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

# জমে উঠেছে গাইঘাটা ব্লক পুষ্প-কৃষি ও শিল্পমেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩০ ডিসেম্বর অপরাহ্নে এলেকাবাসীর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জলন করে ঠাকুরনগর মেলার মাঠের সুসজ্জিত মঞ্চে আয়োজিত ২৩তম বর্ষের গাইঘাটা ব্লক পুষ্প কৃষি ও শিল্পমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দাস, অধ্যাপক ড. কৌশিক ব্রহ্মচারী, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, স্থানীয় শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিভারানী ঘোষ সহ আরোও অনেকে। স্বাগত ভাষণে মেলা কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজিত মেলার সাফল্য কামনা করেন।

১০ দিন ব্যাপী আয়োজিত মেলায় প্রতিদিন অপরাহ্ন থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভা, সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে

পড়ে। এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, অংকন ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

৪ জানুয়ারী অপরাহ্নে কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভা ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকবৃন্দ। সন্ধ্যায় ছিল ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের শিল্পীদের সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। উৎসবে স্থানীয় সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমী ও ঠাকুরনগর কলাভূমির শিল্পীদের সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শোতৃমণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

মেলা প্রাঙ্গনে, ফুল ও ফল গাছের কলম, কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী এবং বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিজাত দ্রব্যাদির এবং রাজ্যের কৃষি দপ্তরের রেকারিং ভর্তুকিতে কৃষি সরঞ্জাম এর স্টলটি সকলের নজর কাড়ে।

**ছবি ঃ প্রতিবেদক**

# নানা অনুষ্ঠানে সার্থক গোবরডাঙ্গার মৃদঙ্গম উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গোবরডাঙ্গার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটার হলে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলন করে মৃদঙ্গম আয়োজিত ১০ম বার্ষিক জাতীয় নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অন্যতম সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিষ চট্টোপাধ্যায়। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে আয়োজিত নাট্যোৎসবে মোট ১০খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও ছিল মৃদঙ্গম এর নৃত্য বিভাগের পরিচালিকা বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী সৌমিতা দত্ত বণিকের পরিচালনায় মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠান ঠাকুরনগর পরশ সোশ্যাল এণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশানের মূকাভিনেতাগণ পরিবেশিত বাস্তব ভিত্তিক মূকাভিনয় নাটক উই ওয়ান্ট জাস্টিস সমবেত দর্শক মণ্ডলীর হৃদয়কে স্পর্শ করে। ৩০ ডিসেম্বর গোবরডাঙ্গার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গোবরডাঙ্গা পরম্পরার পরিবেশনায় লোকসংগীতের অনুষ্ঠান উপস্থিত শোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

মৃদঙ্গম আয়োজিত জাতীয় নাট্যোৎসবে রাজ্যের কৃষ্ণনগর, আসানসোল ছাড়াও রাজস্থান, অসম ও বিহার প্রদেশের নাট্যদল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে। গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন এর নতুন নাটক উত্তম পুরুষ, কথা প্রসঙ্গের মঞ্চসফল নাটক গঙ্গাজলে এবং খাঁটুরা চিত্তপট প্রযোজিত মজার নাটক তেঁতুল গাছ সমতের দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। প্রতিদিন অগনিত দর্শক সমাগমে মৃদঙ্গম আয়োজিত দশম বর্ষের জাতীয় নাট্য উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

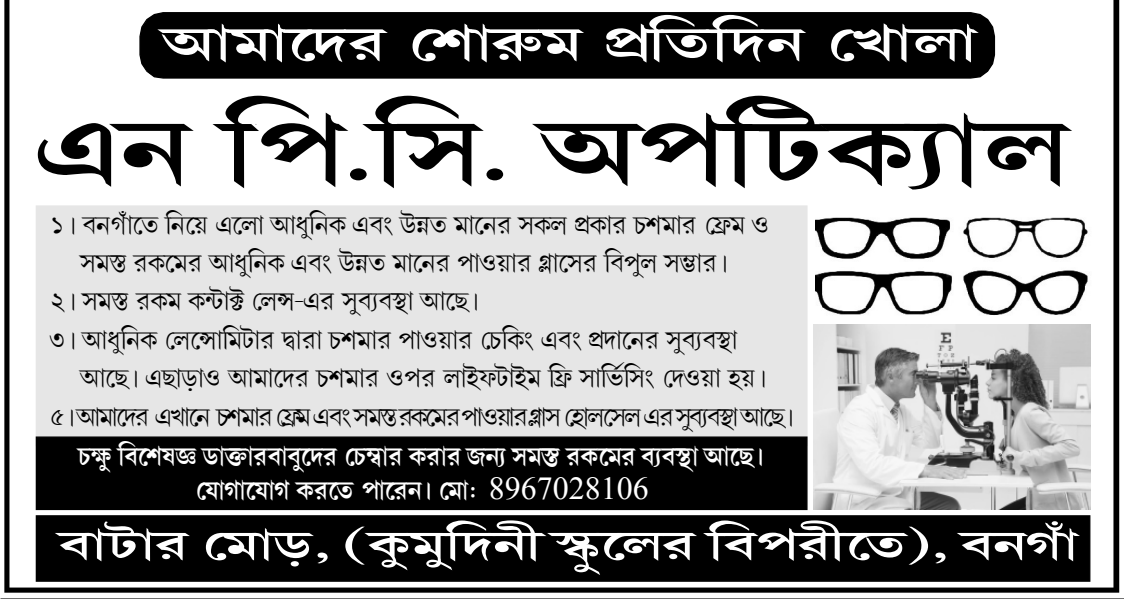


# দৃষ্টির নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ ডিসেম্বর সংস্থার শিল্পশালায় মহাসমারোহে শুরু হয় দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থা আয়োজিত নাট্যউৎসব-২০২৪। এদিন অপরাহ্নে আয়োজিত নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুব্রত দত্ত, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ভাস্কর মুখার্জী, অদ্রীশ রায় ও দীপেন্দু কুমার রায়। সকলকে সংস্থার পক্ষ থেকে স্মারক সম্মানে ভূষিত করা হয়। সংস্থার কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানান, তিনদিন ব্যাপী উৎসবে মোট ৮ টি নাটক মঞ্চস্থ হয় সংস্থার নবীন নাট্যপরিচালক ঐশী ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় মজার নাটক লঙ্কা দহন পালা ও নতুন নাটক তোমার চোখে। শেষ দিনে মঞ্চস্থ হয় সংস্থার মঞ্চসফল নাটক জুতা আবিস্কার।

উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী ১২৪ জন প্রতিযোগীকে স্মরাক সম্মান প্রদান করা হয়। এছাড়া অকাল প্রয়াতা অধ্যাপিকা জয়িতা গাঙ্গুলী দত্ত'র স্মৃতিতে বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন অগনিত সংস্কৃতি ও নাট্যপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে দত্তপুকুর দৃষ্টি আয়োজিত নাট্য উৎসব-২০২৪ বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

# সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমীর সাংস্কৃতিক কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরনগরে সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমী ৫দিন ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করে।

গত ২৯ ডিসেম্বর সকালে স্থানীয় চলন্তিকা শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হল ঘরে মঙ্গলদ্বীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রেমী বিদ্যুৎ কান্তি মণ্ডল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল, মানবেন্দ্র হালদার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মানস বিশ্বাস প্রমুখ।

একাডেমীর কর্ণধার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী পার্থ ঘোষ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমীর মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। পার্থবাবু জানান, আয়োজিত কর্মশালায় সংগীত ছাড়াও নৃত্য, আবৃত্তি, মূকাভিনয় ও নাটকের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকগণের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

# কবি-সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে সার্থক সেবার বার্ষিক সাহিত্য সভা

সংবাদদাতা ঃ গত ২৮ ডিসেম্বর মছলন্দপুর ঘোষপুরের বানপ্রস্থ সেবাশ্রমে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙ্গা সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবি-সম্মেলন। এদিন সকালে আশ্রমের মন্দিরে কালীমূর্তি ও মা সারদার প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সাহিত্য সভা ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতে প্রয়াত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্তের প্রতিকৃতিতেও ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

স্কুলছাত্রী ময়ূরী দাসের কণ্ঠের বাঁশির সুরের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন তৃষা মণ্ডল। এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান সাহিত্যিক নীলাদ্রি বিশ্বাস, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, কবি ও সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল হাজরা ও ডাঃ এন সি কর প্রমুখ। সেবা সমিতির সম্পাদক সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে গোবিন্দবাবু ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। এদিন সমিতির এসো হাত ধরি প্রকল্পে কয়েজন দুস্থ মানুষজনের হাতে খাদ্য সামগ্রি তুলে দেওয়া হয়। এদিন ডাঃ এন সি করের হাত দিয়ে সমিতির বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা সেবা প্রবাহ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয়।

আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি-সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও অনুগল্প পাঠে অংশ নেন। এদিন গোবরডাঙ্গার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন প্রয়াস এর কর্মকর্তাদের হাতে রাসমোহন দত্ত স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয়। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ছাড়াও মেদিয়া ছাত্রকল্যাণ বিদ্যাপীঠ, নিমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণ এবং গোবরডাঙ্গার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিল্পীগণ শিক্ষামূলক নাটক পরিবেশন করেন। কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরার পরিচালনায় এবং বহু কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে সেবা সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**